কক্সবাজার ও রোহিঙ্গা শিবিরে সকল ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে

এই পৃথিবীর পরিবেশের জন্য ভয়ংকর এক সর্বনাশের বছর ১৯০৭, ঐ বছরই প্রথম বাণিজ্যিকভাবে প্লাস্টিকের উৎপাদন শুরু হয়। এরপর ১৯৫২ সালে এর ব্যাপক উৎপাদন শুরু হওয়ার পর বর্তমানে বিশ্বজুড়ে এর ব্যবহার বেড়েছে প্রায় ২০০ গুণ। প্রতিবছর মানুষ ব্যবহার করে প্রায় ৩০ কোটি টন প্লাস্টিক বর্জ্য, যার প্রায় ৬১% নানাভাবে পরিবেশেই থেকে যাচ্ছে। পৃথিবীর মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের কারণে প্রতিবছর প্রায় ৮০ লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য জমা হয় সমুদ্র তলদেশে। ধারণা করা হয় সমুদ্র তলদেশের প্রায় ৪০% অংশ দখল করে আছে এই প্লাস্টিক, বিজ্ঞানীরা আশংকা প্রকাশ করছেন যে, ২০৩০ সালের দিকে সাগরতলে মাছের চেয়েও প্লাস্টিক পাওয়া যাবে বেশি। আর প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ সামুদ্রিক প্রাণী প্লাস্টিকের কারণে মারা যায়।

প্লাস্টিকপণ্যের ব্যবহার ও রফতানির পরিমাণ বাংলাদেশেও বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের মতে, পলিথিনসহ দেশে বছরে ১০.৯৫ লাখ টন প্লাস্টিকবর্জ্য উৎপাদিত হয়। বিশ্বব্যাংকের ২০২০ সালের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্লাস্টিক দূষণের দিক থেকে গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা বিশ্বের দ্বিতীয় দূষিত অববাহিকা। এছাড়া, সার্বিকভাবে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এসব ক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহারের অনপযুক্ত প্লাস্টিক ও পলিথিন অনেকটা দায়ী। উপরন্তু পানিতে থাকা প্লাস্টিক কণা মাছসহ প্রাণীকূলের পেটে যাচ্ছে, যা খাদ্যচক্রের মাধ্যমে মানুষের শরীরে ঢুকছে।

সাগর, পাহাড়, নদী পরিবেষ্টিত সর্ব-দক্ষিণের জেলা কক্সবাজার যার আয়তন ২৪৯১ বর্গকিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা প্রায় তেইশ লক্ষ। নানা কারণে কক্সবাজারের পরিবেশ আজ হুমকির মুখে।

কক্সবাজারে প্রতিদিন টন টন প্লাস্টিকের বর্জ্য যুক্ত হচ্ছে। বর্ষার সময় এসব বর্জ্য গিয়ে মিশছে সাগরে, নদীতে এবং মাটিতে। প্লাস্টিক বর্জ্যের কারণে নদীর তলদেশ ভরাট হচ্ছে, নদী হারাচ্ছে নাব্য, বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে ড্রেনেজ সিস্টেম, বর্ষায় শহর প্লাবিত হচ্ছে, দূষিত হচ্ছে নদীর পানি। স্থানীয়রাসহ কক্সবাজারে বেড়াতে আসা অসংখ্য পর্যটকের অসাবধানতা ও অসচেতনতার কারণে বিভিন্ন প্লাস্টিক বর্জ্য সাগরের পানিতে যুক্ত হচ্ছে। এর ফলে বিনষ্ট হচ্ছে সাগরের পরিবেশ। হুমকিতে পড়ছে সাগরের প্রাণিসম্পদ।

২০১৭ সালে প্রায় দশ লক্ষ রোহিঙ্গা আগমনের পর থেকে কক্সবাজারের পরিবেশের ঝুঁকি বেড়ে গেছে বহুগুণ। প্রায় পাঁচ লক্ষ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি প্রায় দশ লক্ষের বিশাল রোহিঙ্গা প্রতিদিন তৈরি করছে টন টন প্লাস্টিক বর্জ্য যা স্থানীয় পরিবেশে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনছে।

একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার টন বর্জ্য উৎপাদিত হয়, এর মধ্যে ৬০% বা ১২শ টনই প্লাস্টিক বর্জ্য। অন্য আরেকটি জরিপে দেখা যায় ক্যাম্পে ৮২% পরিবার খাদ্য সংরক্ষণের জন্য প্লাস্টিক পাত্র ব্যবহার করেন, এবং ৭০% পরিবার খাবার আনা-নেওয়ার জন্য প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করেন।

প্রতিদিন প্রচুর বেশি দেশি বিদেশি মানবিক সংস্থা রোহিঙ্গাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তাদের পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে প্রতিদিন ব্যবহার হয় অসংখ্য প্লাস্টিকজাত খাবার প্যাকেট, প্লাস্টিকের পানির বোতল, তৈল বহনের প্লাস্টিকের বোতল, ঘরের ছাউনিতে ব্যবহৃত প্লাস্টিকসহ আরো অসংখ্যভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এই প্লাস্টিক। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের প্রায় ১০ লক্ষ জনগোষ্ঠীর প্রতিদিনের মানবসৃষ্ট ও প্লাস্টিক বর্জ্যের কারণে মোট ৯৩ হেক্টর জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্লাস্টিকের ব্যবহার স্বাস্থ্যের উপরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। কিছু উদ্যোগ থাকার পরেও এখনো প্লাস্টিক বর্জ্য সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে অনেক প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলায় ফলে বাতাসে বিষাক্ত রাসায়নিক নির্গত হয়। এই রাসায়নিকগুলি শ্বাসকষ্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের জন্য এটি বড় একটি আতংকের কারণ। উপরন্তু, খাদ্য ও পানীয় জল সংরক্ষণের জন্য অনেক রোহিঙ্গা পরিবারই প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার করেন, এত করে খাবার এবং পানীয়তে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটছে।

এক্ষেত্রে আশার কথা হলো-রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ব্যবহৃত সকল ধরনের প্লাস্টিকেরই বিকল্প উপায় আছে। একটু সচেতন হলেই প্লাস্টিকের ব্যাগের বদলে কাগজের ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্লাস্টিকের বস্তার বদলে খুব সহজেই পাটের ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা কক্সবাজারের নাগরিক সমাজ কক্সবাজারের প্রকৃতি-পরিবেশকে রক্ষায় নিম্নোক্ত দাবি ও সুপারিশগুলো তুলে ধরছি:

১. রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ কক্সবাজারে প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে।
২. রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে জাতিসংঘের এনজিও এবং আইএনজিও গুলোর জরুরি পদক্ষেপ চাই।
৩. রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তড়িৎ পদক্ষেপ জরুরি।
৪. রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নষ্ট হওয়া ফসলী জমি পুনরায় চাষযোগ্য করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার টন বর্জ্য উৎপাদিত হয়, এর মধ্যে ৬০% বা ১২শ টনই প্লাস্টিক। অন্য আরেকটি জরিপে দেখা যায় ক্যাম্পে ৮২% পরিবার খাদ্য সংরক্ষণের জন্য প্লাস্টিক পাত্র ব্যবহার করেন, এবং ৭০% পরিবার খাবার আনা-নেওয়ার জন্য প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করেন

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (BAPA)

CCNF Cox's Bazar CSO-NGO Forum

এখানে ব্যবহৃত তথ্যগুলো বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত, এগুলো সিসিএনএফ বা বাপা কর্তৃক পরিচালিত কোন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য নয়